প্রথম আলো
রোববার, ২২ জুলাই ২০১২

জন্মনিয়ন্ত্রণ-সামগ্রী ব্যবহার মাতৃমৃত্যুও কমাচ্ছে

শিশির মোড়ল

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু কমাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ-সামগ্রীর ব্যবহার একটি বড় ভূমিকা রাখছে। সরকারের সর্বশেষ মাতৃমৃত্যু (২০১০) জরিপ বলছে, প্রতি এক লাখ জীবিত শিশুর জন্মে ১৯৪ জন মায়ের মৃত্যু হচ্ছে। ২০০১ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩২২।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাতৃমৃত্যু কমার অন্যতম কারণ মোট প্রজনন হার (টোটাল ফার্টিলিটি রেট—টিএফআর) কম হওয়া।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) জনসংখ্যা বিভাগের প্রধান কিম পিটার স্ট্রিডফিল্ড বলেন, গর্ভধারণ না করলে মাতৃমৃত্যুরও ঝুঁকি থাকে না। তাই গর্ভধারণ যত কম হবে, মাতৃমৃত্যুও তত কম হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ-সামগ্রীর ব্যবহার সরাসরি মাতৃমৃত্যুর হার কমায়। জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গ্রহণ করলে গর্ভধারণের সংখ্যা কমে। এতে স্বাভাবিকভাবেই গর্ভধারণ-সংশ্লিষ্ট জটিলতা তথা মৃত্যু কমে। গর্ভধারণ কম হলে অনিরাপদ গর্ভপাতের সংখ্যাও হ্রাস পায়। কমে অনিরাপদ গর্ভপাতজনিত মৃত্যু। জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গ্রহণের ফলে কম বয়সী নারীদের গর্ভধারণ বিলম্বিত হয়। এতে কম বয়সে গর্ভধারণজনিত ঝুঁকি কমে।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত প্রভাবশালী চিকিৎসা সাময়িকী *ল্যানসেট*-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, জন্মনিয়ন্ত্রণ-সামগ্রীর ব্যবহার বাংলাদেশে বছরে ৫৭ শতাংশ মাতৃমৃত্যু প্রতিরোধ করেছে। পত্রিকাটির ১৪ জুলাই সংখ্যায় 'ম্যাটারনাল ডেথস অ্যাভার্টেড বাই কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ: অ্যান অ্যানালাইসিস অব ১৭২ কান্ট্রিজ' শিরোনামের নিবন্ধে এ কথা বলা হয়। এর মূল লেখক ও যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন, ফ্যামিলি অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ বিভাগের অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ ফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'পরিবার পরিকল্পনার জন্য বিনিয়োগ করা খুবই যৌক্তিক। এতে শুধু টিএফআর কমবে তা-ই নয়, মৃত্যুও কমবে।'

১৭২টি দেশের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে *ল্যানসেট*-এর প্রবন্ধের উপসংহারে বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশে মাতৃমৃত্যু কমাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ-সামগ্রীর ব্যবহার জুতসই ও কার্যকর প্রাথমিক প্রতিরোধ কৌশল।

তবে স্থানীয় কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসের মাত্রা এত বেশি (৫৭ শতাংশ) হবে কি না, তা নিয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেছেন।

> 'গর্ভধারণ না করলে মাতৃমৃত্যুরও ঝুঁকি থাকে না। তাই গর্ভধারণ যত কম হবে, মাতৃমৃত্যুও তত কম হবে'

২০১১ সালের বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ (বিডিএইচএস) অনুযায়ী, ৬১ শতাংশ বিবাহিত নারী কোনো না কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করেন। ১৯৯৯-২০০০ সালে ছিল ৫৪ শতাংশ। ১৯৭৫ সালে ছিল মাত্র ৮ শতাংশ। ১৯৯১ সালে পদ্ধতি গ্রহণের হার ছিল ৪০ শতাংশ। তখন এক লাখ জীবিত জন্মে ৫৭৪ জন মায়ের মৃত্যু হতো।

জন্ম কমলে মৃত্যুও কমে: ২০০১ সালের বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু জরিপের ফলাফলে বলা হয়েছিল, সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে বছরে ১২ হাজার ২২৮ জন মায়ের মৃত্যু হতো। ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী এখন বছরে সাত হাজার ৩৩২ জন মায়ের মৃত্যু হচ্ছে। টিএফআর (প্রতি নারীর সন্তান জন্ম দেওয়ার হার) কমে যাওয়া মাতৃমৃত্যু কমার অন্যতম কারণ। ২০০১ সালে টিএফআর ছিল ৩ দশমিক ৩। এখন টিএফআর ২ দশমিক ৩।

সামনের পথ: সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এমডিজি-৫) ২০১৫ সালে মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে লাখে ১৪৩ করার কথা বলা হয়েছে। বিডিএইচএস (২০১১) বলছে, বর্তমানে বিবাহিত নারীদের ১২ শতাংশ জন্মনিয়ন্ত্রণ-সামগ্রী পান না। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে জোরদার করতে হবে।